بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৩ পৌষ ১৪৩১
১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত অভিবাসী বাংলাদেশি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিগণ সে দেশে নিজ মাতৃভূমিকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বর্তমানে ১৭০টিরও বেশি দেশে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ বাংলাদেশি বসবাস করছেন। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন মানব-হিতৈষী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছেন। পাশাপাশি গন্তব্য দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখার মাধ্যমে দেশের সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। দেশ গড়ার কারিগর প্রবাসীরা বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রবাসীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসীদের অধিকতর সম্পৃক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। অভিবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিতে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, কনভেনশন ও সনদসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু এবং অভিবাসী কর্মীরা যেন কোনোরূপ শোষণ, প্রতারণা ও হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু যুবসমাজ সরকার প্রদত্ত নানাবিধ সুযোগ সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার করে নিজেদের দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তুলবেন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন- এ প্রত্যাশা করি।

দিবস দু'টি উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রবাসে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের যথাযথ সম্মাননা প্রদান নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২৪' ও 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন